প্রথম আলো

তারিখ 01 DEC 2005
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির মত

একমুখী শিক্ষার প্রস্তুতি পর্যাপ্ত নয়, আরো সময় দরকার

শরিফুজ্জামান পিন্টু

বিতর্কিত একমুখী শিক্ষাসহ মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের সিদ্ধান্ত স্থগিত হতে পারে। শিক্ষার নীতিনির্ধারক পর্যায়ের ২২ জন কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির (এনসিসিসি) এক পর্যালোচনা সভায় একমুখী শিক্ষার জন্য প্রস্তুতি পর্যাপ্ত নয় বলে মত প্রকাশ করা হয়। এ ধরনের সংস্কারে আরো সময় ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দরকার বলে শিক্ষা কর্মকর্তারা ঐকমত্যে পৌঁছেছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, গতকাল বুধবার অনুষ্ঠিত এ সভায় আগামী জানুয়ারি থেকে এ সংস্কার বাস্তবায়ন ঠিক হবে না বলে মত প্রকাশ করা হয়। সভায় এ ধরনের সুপারিশ সরকারের নীতিনির্ধারক পর্যায়ে পেশ করার সিদ্ধান্তও হয়। একমুখী শিক্ষা চালুর এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

একমুখী শিক্ষার প্রস্তুতি পর্যাপ্ত নয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রস্তুতি, প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিরোধ আন্দোলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে শিক্ষা কর্মকর্তারা একমত হন, ধীরেসুস্থে এবং সবার সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে এটি চালু করতে হবে। সূত্রমতে, মন্ত্রিসভায় শিগগিরই বিষয়টি উত্থাপন করা হবে। শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক বলেন, দুই-এক দিনের মধ্যে দেশে ফিরলে বিষয়টি চূড়ান্ত হতে পারে।

একমুখী শিক্ষার বিষয়টি সম্প্রতি স্পর্শকাতর হয়ে ওঠায় সভার সিদ্ধান্ত সংবাদ মাধ্যমকে জানাতে উপস্থিত সদস্যরা অপারগতা প্রকাশ করেছেন। এনসিসিসির সদস্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক খলিলুর রহমান এবং ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সাহেদা ওবায়েদের সঙ্গে পৃথকভাবে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা প্রথম আলোকে বলেন, একমুখী শিক্ষা বাস্তবায়ন বা বাতিলের ক্ষমতা এনসিসিসির নেই। সভায় বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে এবং তা সরকারের নীতিনির্ধারক পর্যায়ে জানানো হবে।

সূত্রমতে, সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের নির্দেশে এনসিসিসির এ সভা আহ্বান করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষাসচিব আবদুল আজিজ।

যড়ন্ত্রসূত্রের একটি সূত্র জানায়, একমুখী শিক্ষা নিয়ে সরকার উভয় সংকটে পড়েছে। আর এক মাস পর নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার আগে শিক্ষা সংস্কার ঘিরে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ায় সরকারের নীতিনির্ধারক মহল 'ধীরে চল' নীতি গ্রহণ করেছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও দাতাসংস্থার ৪৯০ কোটি ২০ লাখ টাকার সবটাই খরচ ও অপচয়ের পর উপলব্ধি হয়েছে, প্রস্তুতি পর্যাপ্ত নয়। মূলত জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মাধ্যমিক শিক্ষা খাত সংস্কার প্রকল্প (সেসিপ) এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের ওপর এই ব্যর্থতার দায়ভার এসেছে।

জানা যায়, সভায় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন ও নিবন্ধ নিয়েও আলোচনা হয়। দুই-একজন সদস্য একমুখী শিক্ষা চালুর পক্ষে বলতে চাইলেও অধিকাংশ সদস্য খোলামেলা আলাপে বলেন, যে প্রক্রিয়ায় এবং যতটা তাড়াহুড়ো করে মাধ্যমিক শিক্ষায় ব্যাপক পরিবর্তন আনা হচ্ছে, তা শিক্ষায় নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে। তা ছাড়া দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, পাঠ্যপুস্তক সময়মতো প্রকাশ না হওয়ার আশঙ্কা, প্রতিরোধ কর্মসূচি ঘোষণা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ শুরু করতে না পারাসহ কয়েকটি বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনা করা হয়।

অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ প্রথম আলোকে বলেন, একমুখী শিক্ষা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা, প্রস্তুতি এবং প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে সরকারের কাছে কী ধরনের সুপারিশ পেশ করা হবে তা বলতে পারবেন এনসিসিসির চেয়ারম্যান।

অধ্যাপক খলিলুর রহমান বলেন, একমুখী শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় পর্যালোচনা হয়েছে। সরকারের কাছে বিষয়টি পেশ করা হবে।

অধ্যাপক সাহেদা ওবায়েদ একমুখী শিক্ষা নিয়ে আলোচনা হয়েছে জানালেও কী ধরনের আলোচনা হয়েছে এবং একমুখী শিক্ষা স্থগিত হবে কি না, সে সম্পর্কে কিছু বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

এনসিসিসির সদস্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক আজিজ মোবাকী বলেন, একমুখী শিক্ষার প্রস্তুতি যে পর্যাপ্ত নয়, এটি বলার অপেক্ষা রাখে না। যে শিক্ষক পড়াবেন তাকে প্রশিক্ষণ না দিয়ে শিক্ষা সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া তার কাছে 'বোকামি' বলে মনে হয়েছে।